দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...28 JUL 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

125

শফিক হত্যা মামলার রায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্রনেতা বেকসুর খালাস

রাজশাহী, ২৭শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)। — রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শফিক হত্যা মামলার রায়ে রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আবদুল হাই আজ অভিযুক্ত ১৪ জন আসামীকেই বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্র-শিবির যে ৪টি মামলা দায়ের করেছে ১৪ জনের বিরুদ্ধে এই হত্যা মামলাটি ছিল তার অন্যতম।

১৯৮৯ সালের ১৮ই এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শফিক নিহত হয়। ইসলামী ছাত্র শিবির এ সময় শফিককে নিজেদের কর্মী হিসেবে দাবি করে বোয়ালিয়া থানায় মামলা দায়ের করে।

আজ সকাল থেকেই চাঞ্চল্যকর এই মামলার রায় শোনার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতার ভিড় জমে ওঠে। বেলা দেড়টা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত বিজ্ঞ বিচারক রায় পাঠ করেন। দীর্ঘ রায়ে বিচারক অভিযুক্তদের সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগ এবং এর নানা অসঙ্গতিসমূহ তুলে ধরেন। বিজ্ঞ বিচারক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৪ জন আসামীর সবাইকে বেকসুর খালাসের আদেশ দেন।

শফিক হত্যা ঃ পৃঃ ১২ কঃ ২

শফিক হত্যা ঃ ১৪ জন ছাত্রনেতা বেকসুর খালাস

(১ম পাতার পর)

খালাসপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন রাকসু'র সাবেক ভিপি, ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক রাগীব আহসান মুন্না, রাকসু'র সাবেক এজিএস ছাত্র ইউ-নিয়ন নেতা আব্রাহাম লিংকন, রাকসু'র সাবেক প্রো-ভিপি ছাত্র সমিতি নেতা জিয়াউল আহসান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য, ছাত্রলীগ (ম-বি) নেতা রায়হানুর রহমান রায়হান, ছাত্রলীগ (ম-বি) নেতা এস এম আবদুল মুঈদ, শেরে বাংলা হল ছাত্র সংসদের ভিপি ছাত্রমৈত্রী নেতা শাহীন চৌধুরী, জোহা হল ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ছাত্রমৈত্রী নেতা তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, ছাত্রমৈত্রীর জেলা কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি সুশান্ত কুমার দেব, জেলা জাসদ (ইনু) প্রচার সম্পাদক ফিরোজ খান, ছাত্রলীগ (ম-বি) নেতা নূরুল ইসলাম মিঠু, ছাত্রমৈত্রী নগর কমিটির সাবেক সভাপতি কামরুল হাফিজ ইয়াসমিন, লতিফ হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি, ছাত্রমৈত্রী নেতা শাহরিয়ার মিতু ও জোহা হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি, ছাত্রলীগ (ম-বি) নেতা মাহবুবুর রহমান মাহবুব।

মামলার রায় ঘোষণার পর পরই আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতা উল্লাস প্রকাশ করে। শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল বের করা হয়।

বিকেলে সাহেব বাজারে এডভোকেট আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নাগরিক সমাবেশে খালাসপ্রাপ্ত ছাত্র-০নেতাদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

আসামীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট সিরাজুল হক ও আলী আশরাফ। সরকারপক্ষে ছিলেন এপিপি এডভোকেট নূরুল ইসলাম।

দায়েরের পর থেকেই শিবিরের এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। এ ব্যাপারে সম্প্রতি জাতীয় সংস-দের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এই আশংকায় গতরাত থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শহর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর মোতায়েন করা হয়। তবে পরিস্থিতির অবনতি হয়নি।